তারিখ ... 29 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ৬ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

দুই মন্ত্রী ঘটনাস্থলে না আসায় ক্ষোভ

রাবিতে শিক্ষক হত্যার বিচার চেয়ে মিছিল-মানববন্ধন

■ রাবি সংবাদদাতা

'আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম শিক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ হত্যার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে এখানে আসবেন। কিন্তু তারা আসেন নাই। তারা যদি অন্তত একটিবার আসতেন এবং অধ্যাপক রেজাউলের পরিবারকে সান্ত্বনা দিতেন, তাহলে আমরা বুঝতাম এই হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত হচ্ছে এবং আমরা সঠিক বিচার পাব।'

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১১টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সিনেট ভবনের সামনে শিক্ষক হত্যার বিচার দাবিতে শিক্ষক সমিতি আয়োজিত মানববন্ধনে বক্তারা এ কথা বলেন। এসময় আগামীকাল শনিবার ও রবিবার বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয়।

সরেজমিনে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১২০০ শিক্ষকের মধ্যে দেড়শ'রও কম সংখ্যক শিক্ষক এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। মানববন্ধনে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহ আজম শান্তনু, অধ্যাপক ড. বিথীকা বণিক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এদিকে হত্যার ষষ্ঠদিন গতকাল সাড়ে ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মুকুল প্রতিবাদ ও সংহতি মঞ্চ থেকে মৌন মিছিল বের করে। অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিকীর ডাক নামে গত বুধবার বিকেলে মুকুল মঞ্চটি গঠন করে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীরা। সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে এ মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান সড়ক পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

দুই মন্ত্রী ঘটনাস্থলে

২০ পৃষ্ঠার পর

প্রদক্ষিণ করে সিনেট ভবনের সামনে গিয়ে সমাবেশ করে।

এর আগে সকাল ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী ভবনের সামনে মানববন্ধনের আয়োজন করে সঙ্গীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। এছাড়া আরো কয়েকটি বিভাগ ও অনুষদ মিছিল বের করে। দুপুর পৌনে ১২টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে ছাত্রলীগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও সংগঠন আয়োজিত প্রতিবাদ কর্মসূচি মুকুল মঞ্চে গিয়ে দুপুর ১২টার দিকে এক ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশ শেষে ইংরেজি বিভাগের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীরা বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশ কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও র‍্যাব-৫'র পরিচালক বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ: বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক এএফএম রেজাউল করিম সিদ্দিকী হত্যার বিচার দাবির আন্দোলনে সিংহভাগ শিক্ষকের তেমন উৎসাহ নেই বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের। এনিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে।

বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, শিক্ষকরা বেতন বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার আন্দোলন করেন। কিন্তু সহকর্মী হত্যার প্রতিবাদ ও বিচার দাবির আন্দোলনে তাদের কোনো উৎসাহ দেখা যায় না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, 'কিছু শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি নির্লিপ্ততা দেখাচ্ছে। তারা আসলে নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝেন না।'

খুবি শিক্ষক সমিতির সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা: খুলনা অফিস জানায়, রাবি অধ্যাপক এ এফ এম রেজাউল করিম সিদ্দিকী হত্যার প্রতিবাদে ও বিচারের দাবিতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (খুবি) শিক্ষক সমিতি কর্মবিরতিসহ সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। গতকাল সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলন এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. আহমেদ আহসানুজ্জামান।

কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে: আগামী ১ মে থেকে ৭ মে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অধ্যাপক এ এফ এম রেজাউল করিম সিদ্দিকী সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, ২ মে বিশ্ববিদ্যালয় হাদী চত্বরে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি পালন, ৪ মে চ্যান্সেলর (আচার্য) বরাবর স্মারকলিপি প্রদান এবং নগরীর শিববাড়ি মোড় থেকে শহীদ হাদিস পার্ক পর্যন্ত আলোর মিছিল।